ডিজিটাল ইমেজ
রাজনীতি, নন্দনতত্ত্ব ও অন্যান্য

মাহবুবুল হোসেন

boobook

ডিজিটাল ইমেজ
রাজনীতি, নন্দনতত্ত্ব ও অন্যান্য

মাহমুদুল হোসেন

boobook

নালন্দা

নোকতা

প্রথম প্রকাশ:
ভাদ্র ১৪২৮,
সেপ্টেম্বর ২০২১

বাড়ি ৬৬, সড়ক ৯এ,
ফ্ল্যাট ৪বি,
ধানমণ্ডি,
ঢাকা ১২০৯,
বাংলাদেশ

dak@noktaarts.com,
noktaarts.com
০১৮১৯২৭৬৪৫৮,
০১৮৪৭২২৭৭৭৭

গ্রন্থস্বত্ব
© **টেক্সট**
মাহমুদুল হোসেন
© **বই**
নোকতা

www
✆

পরিবেশক ▪
বুবুক

▪ **পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক**
বইপত্তর

ISBN 978-984-94720-9-4

* প্রচ্ছদে ব্যবহৃত নকশা গ্রাফিক ডিজাইনার গেরিট ডি ব্রুইন-এর ডিজাইন হতে সংগৃহীত

পাঠকের মূল্য
৳ ৩৮৫ ▪ ₹ ৩৮৫

মুদ্রণ পরিষেবায়
রেপ্লিকা
replikagrapiks.com

বাংলাদেশে মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত

প্রচ্ছদ ও শব্দবিন্যাস নোকতা শিল্প বিভাগ ///

ইশতিয়াক ভাই (ইশতিয়াক হোসেন খান)

ডিজিটাল প্রযুক্তি, ইমেজ, সিনেমা নিয়ে তর্কাতর্কির সেইসব দিন,
আহা! আসলে শিখছিলাম আপনার কাছে।
অথচ আজ এই বইটি তো দেখতে পেলেন না!

boobook

ভিজ্ঞপ্তি

১৬ ইমেজ ও সংস্কৃতির ডিজিটাল পরিচিতি

৪২ ডিজিটাল আলোকচিত্র

৭৪ ডিজিটাল ইমেজের রাজনীতি

১০২ ডিজিটাল সিনেমা: নন্দনতত্ত্বের পুনর্বিবেচনা

১৩৪ চলচ্ছবির নতুন ভূ-দৃশ্য

১৫৮ মিডিয়া আর্ট, নতুন প্রামাণ্যচিত্র ও ডিজিটাল প্রযুক্তি

১৮৬ সিনেমা দেখার যত বর্ণনা

boobook

ভূমিকা

সিনেমার প্রযুক্তি আমার আগ্রহের বিষয় ছিল না। ফোটোগ্রাফি শিখেছিলাম অল্প বয়সে। সেই সূত্রে আলোকচিত্রের প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং কারিগরি ব্যাপারগুলো জানা হয়েছিল। চলচ্চিত্রসংসদ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলাম ১৯৭০-এর দশকের শেষ ভাগে। তখন থেকে সিনেমা নিয়ে যে আগ্রহ তা তার নন্দনতত্ত্বকে ঘিরে আর হয়তো কিছুটা তার রাজনীতিকে নিয়ে। সে সময়ে, আমাদের যৌবনে, রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সিনেমার প্রযুক্তি বিষয়ে আলাদা করে জানতে চাই নি। আমার মোটামুটি ধারণা ছিল সিনেমা নির্মাণের সাথে আমি যুক্ত হব না; মূলত কাজ করব লেখালিখি নিয়ে এবং সে লেখা শিল্প-অভিব্যক্তি হিসেবে সিনেমাকে বিবেচনার চৌহদ্দিতে ঘোরাফেরা করবে। আমাদের শিক্ষক আলমগীর কবির অবশ্য জোর দিতেন সিনেমার প্রযুক্তিগত দিকগুলোকে ভালোভাবে জানার বিষয়ে। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল, এরকম একটি প্রযুক্তিঘন মাধ্যম সম্পর্কে লেখালিখি করতে হলেও এর কারিগরি দিকগুলো সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকা দরকার। অনেকটা তাঁর তাড়াতেই কিছু জানাশোনা হয়েছিল। কিন্তু তার বেশির ভাগটাই বই পড়া বিদ্যা। ডিজিটাল প্রযুক্তি যখন ইমেজের জগতে আবির্ভূত হলো তখন আমি এ বিষয়ে আগ্রহ বোধ করি নি। আমার মনে হয় নি ইমেজ শিল্পে কোনো মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হতে চলেছে।

boobook

অনিবার্যভাবেই ডিজিটাল ফোটোগ্রাফির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আর ইমেজ শিল্পে আগ্রহের সূত্র ধরে মিডিয়া আর্ট নিয়ে আগ্রহ তো বাড়ছিল তার দশ বছর আগে থেকেই। মিডিয়া আর্ট আবার নিরীক্ষামূলক সিনেমা থেকে দূরবর্তী কিছু নয়। সব মিলে সিনেমার বাইরে অন্যান্য মাধ্যমগুলো নিয়েও পড়াশোনা আর তার সূত্র ধরে লেখালিখি। আর সেভাবে ভাবলে আজকের দিনে মাধ্যমের ভিন্নতাই তো আর থাকছে না। শেষ পর্যন্ত অভিব্যক্তির বাইরে আর কোনো সংজ্ঞাই সেভাবে কাজ করছে না!

এই বই কোনো মৌলিক গ্রন্থ নয়। এতে স্থান পেয়েছে যেসব লেখা তাদের সব কটিই নানা বই, প্রবন্ধ, ওয়েব প্রকাশনা পাঠ করে তাদের আলোকে রচিত। কখনও প্রায় ভাবানুবাদ। এভাবে নিজের লেখার মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নকলনবিশির অপবাদ পেতে পারি— এমন ভাবনায় আক্রান্ত হতে চাই নি। বরং চেয়েছি, এই চিন্তাগুলো বাংলাভাষী পাঠকের সাথে ভাগ করে নিতে। একথা তো সত্যি যে ডিজিটাল ইমেজ নিয়ে বাংলায় বই নেই বললেই চলে। ইমেজ শিল্পের সাথে যুক্ত অনেকের এই বইটি হাতে পেয়ে কিছুটা লাভ হতে পারে। বইয়ের শেষে একটি লম্বা টীকা নির্দেশ এবং একটি সহায়ক সূত্রের তালিকা দেওয়া হয়েছে। অতি ছোট চিন্তার খোরাক পাওয়া গেছে এমন সূত্রও এর বাইরে নেই। এতে করে আমার দায় স্বীকার যেমন পূর্ণতা পেয়েছে, তেমনি, যাঁরা আগ্রহী পাঠক, তাঁরা এই তালিকা দুটি ধরে আরো অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে যাবেন।

চেষ্টা করেছি ডিজিটাল ইমেজ বিষয়টিকে যতটা পারা যায় বড় ব্যাপ্তিতে ধরতে। এর সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনার সন্নিবেশ করতে চেয়েছি; যেমন চেয়েছি বৃহত্তর ডিজিটাল সংস্কৃতির মধ্যে তাকে স্থাপন করতে। ডিজিটাল ইমেজের রাজনীতি এবং নন্দনতত্ত্বকে ছোট পরিসরে হলেও বোঝার চেষ্টা করেছি। আলাদা করে মিডিয়া আর্ট, নিরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র এবং ডিজিটাল সিনেমার

boebook

০১

ইমেজ ও সংস্কৃতির ডিজিটাল পরিচিতি

boobook

(সনটাগ, ১৯৭৭: ৮৬)। এভাবে ইমেজ সংস্কৃতির সাথে মানুষের এক ভালোবাসা-ঘৃণার সম্পর্ক।

এই প্রসঙ্গটির ছেদ টানা যায় এই উদ্ধৃতিটি দিয়ে। **"They exist to remind us of the absent, the beloved, and the dead. But in the new era of the digital image, they also have a greater potential for fostering falsehood and trickery, perpetuating fictions that seem so real we cannot the difference."** (রোজেন, ২০০৫)

যন্ত্র-উত্তর পুনরুৎপাদনের সময়ের শিল্প

আলোকচিত্রিক ইমেজ নয় এমন ছবি আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু নয়। কিন্তু ডিজিটাল প্রযুক্তির ভেতর নির্মিত বা রূপান্তরিত হয় যে ইমেজ তার ক্ষেত্রে এরকম সুনির্দিষ্ট ভিন্নতার ধারণা আদৌ ধোপে টিকবে না। এখন আলোকচিত্রিক ইমেজ কম্পিউটারে এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে যে তার সাথে হাতে আঁকা ছবির পার্থক্য সামান্যই। আবার কম্পিউটারে বিশেষায়িত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ফোটোরিয়েলিস্টিক ইমেজ নির্মাণ করা যাচ্ছে ক্যামেরা ছাড়াই। অর্থাৎ, এখন ক্যামেরা-উত্তর এক ইমেজ-জগতের কথা ভাবতে পারছি আমরা। যাঁদের ইতিহাস চেতনা প্রবল সেই পণ্ডিতদের কেউ কেউ এই সময়কে পোস্ট-মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন-এর সময় বলছেন। আসলে তাঁরা ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ *দ্য ওয়ার্ক অব আর্ট ইন দ্য এইজ অব মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন-এর* কথা মাথায় রেখে প্রযুক্তি ও শিল্পের ইতিহাসের নতুন এই প্যারাডাইম পরিবর্তনকে আবাহন করছেন। এই চেতনাকে মাথায় রেখে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে, ডিজিটাল প্রযুক্তিকে ভিত্তি করে যে শিল্প

রচিত হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হলে তা এই বইয়ের পরের অধ্যায়গুলিতে আমাদের সহায়তা করবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিকে একালের শিল্পীরা সবচেয়ে বেশি যে যন্ত্রটির ভেতর দিয়ে ব্যবহার করেন তা হচ্ছে কম্পিউটার। একটি বিষয় লক্ষ করা যেতে পারে যে, কম্পিউটারের কর্মপ্রণালীর ভেতর দিয়ে যে শিল্পকর্মটি পাওয়া যায় তার প্রকাশটি ঠিক যেন সরাসরি নয়। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ব্যবহার করে যে শিল্পকর্মটি সৃষ্টি হয় তা উপভোগ করার জন্যে একটি আউটপুট যন্ত্রের সহায়তা প্রয়োজন হয়। সেটি হতে পারে একটি এল সি ডি প্যানেল, একটি ক্যাথোড রে টিউব, একটি প্রক্ষেপণ যন্ত্র। বিষয়টি অবশ্যই খানিকটা ফিল্ম নেগেটিভের মতো। আলোকচিত্রটি পেতে হলে নেগেটিভকে পরিস্ফুটন করতে হয় পজেটিভ কাগজের ওপর। তবে ফিল্ম নেগেটিভের ক্ষেত্রে একটিই মাত্র সম্ভাব্য আউটপুট মাধ্যম। কম্পিউটার শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতা আছে অনেকগুলো মাধ্যমের ভেতর একটিকে বেছে নেবার। যেন তার বেশি মিল সঙ্গীতের জগতের সাথে। সুরকার যে সুরটি সৃষ্টি করেন তা নানা যন্ত্রে বাজতে পারে; মানুষের কণ্ঠে গীত হতে পারে। এভাবে সুরের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ হয়। নানা ইম্প্রোভাইজেশন ঘটে যাঁরা বাজাচ্ছেন বা যাঁরা গাইছেন তাঁদের কাজে। সুরযন্ত্র ভেদে এমনিতেই সুরে কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হয় যা একটি যন্ত্রের যে ভৌত গুণাগুণ তার ওপর নির্ভরশীল। কম্পিউটার আর্টও আউটপুট ডিভাইসের ভিন্নতায় তার অভিব্যক্তিতে বদলে যেতে পারে বেশ খানিকটা।

আরেকটি বিষয় আছে যা কম্পিউটার শিল্পের বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। কম্পিউটার তৈরি করা হয়েছে ডাটার সুরক্ষার জন্যে। একথা আমরা সকলেই জানি। সেটি নিশ্চিত করার জন্যে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারে বিস্তর টাকা খরচ করছেন বিজ্ঞানী এবং ব্যবসায়ের মালিকেরা। এটি হচ্ছে একটি দিক। অন্যদিকে, কম্পিউটারের ভেতরের

boobook